প্রথম অধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ পরিচয়
(General Introduction of Uttar Dinajpur District)

ভৌগোলিক পরিচয় :

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিণত হয়। তখন দিনাজপুর জেলাও দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ পড়েছিল তৎকালীন নবজাত পূর্ব পাকিস্তানে (অধূনা বাংলাদেশ) যার নাম 'পূর্ব দিনাজপুর' আর পশ্চিমাংশ ভারত রাষ্ট্রভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধীন একটি নতুন জেলা 'পশ্চিম দিনাজপুর' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর 'ইসলামপুর' মহকুমাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে বিহার রাজ্য থেকে পৃথক করে ইসলামপুর মহকুমাটিকে 'পশ্চিম দিনাজপুর'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২] পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার কারণে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল 'পশ্চিম দিনাজপুর' বিভক্ত হয়ে 'উত্তর দিনাজপুর' ও 'দক্ষিণ দিনাজপুর' জেলা দুটির উৎপত্তি হয়। আর 'ইসলামপুর' মহকুমাটি 'উত্তর দিনাজপুর' জেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছিল।

১.১ আয়তন ও অবস্থান :

এই জেলার ভৌগোলিক পরিসীমা হল ৩১৪২ বর্গ কিমি। অদ্ভুত দীর্ঘ আকৃতির কারণ বশতঃ এই জেলা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে পৃথক। উত্তর দিনাজপুর জেলা অবস্থিত ২৫°১০′ থেকে ২৬°৩৫′ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮৭°৪৫′ থেকে ৮৮°৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এই জেলার ২২৭ কিমি পশ্চিমে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সীমান্ত এবং পূর্বে ২০৬ কিমি মধ্যে বিহার রাজ্য সীমানা। উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং দক্ষিণে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দ্বারা এই উত্তর দিনাজপুর জেলা আবদ্ধ। পূর্ব দিকে রাজমহল পর্বত অববাহিকার একটি অংশের দ্বারা এই জেলা গঠিত হয়েছে।[৩]

১.২ ভূতত্ত্ব ও ভূ সংস্থান :

উত্তর দিনাজপুর জেলা অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট, অনেকটা লম্বা হাতলওয়ালা ফলা বা

কাস্তের মতো। এই জেলার ভূমি সংস্থান, মূলতঃ সমতল, তবে জেলার নদী প্রবাহ প্রমাণ করে জেলার ভূসংস্থান দক্ষিণে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট। পলি মৃত্তিকা দ্বারা জেলার মৃত্তিকা শৃঙ্খলাবদ্ধ। আনুমানিক ভাবে এই জেলার পুরানো পলিমাটি প্রস্তর যুগের। এই জেলার মাটি খুবই উর্বর প্রকৃতির কারণ পাললিক অবক্ষেপণ ধান, পাট, গম, আখ ইত্যাদির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।[৪] এই জেলার পলিমাটি দু-ধরণের পরিবর্তিত (৪৬.৩২%) এবং নতুন (২২%)।

পলিমাটি ছাড়াও দো-আশ মাটি ও কাদা মাটি লক্ষ্য করা যায়। মাটির আভ্যন্তরীন নিস্কাষণ ব্যবস্থা ভালো। ফসফরাস ও পটাশ দ্বারা সামগ্রিক মৃত্তিকা গোষ্ঠী সমৃদ্ধ। মূল কৃষি ক্ষেত্রের পরিমান ২৪১২৯২ হেক্টর, যা মূল ভৌগোলিক পরিসীমার ৭৬.৮৪%।[৫] জেলার ৮৬০৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে নতুন কৃষি কার্যক্রমে সম্পদ উন্নতিকল্পে।

১.৩ যোগাযোগ ও পরিবহন :

উত্তর দিনাজপুর জেলা জাতীয় মহাসড়ক, রাজ্য সহাসড়ক, রেলপথ ও নদী পথের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে। 'NH-31' এবং 'NH-34' এই জেলার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। রাজ্য মহাসড়ক জেলার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। 'Eastern Railways' জেলার আপাদমস্তক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করেছে। জেলার প্রধান নদ-নদী ধারাগুলি হল—কুলিক, নাগর ও মহানন্দা। এই নদী পথেও জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

১.৪ নদ-নদী :

উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রধান নদ-নদী ধারাগুলি হল—কুলিক, নাগর ও মহানন্দা। এই নদীগুলি জেলাকে অন্যান্য জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে রেখেছে।[৬] জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় এই নদীগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সারাবছর এই নদীগুলির নাব্যতা লক্ষ্য করা যায়। জেলার কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহে নদীগুলি বিশেষ সহায়তা করে থাকে। এছাড়া সারাবছর জেলায় ও জেলার বাইরে প্রয়োজনীয় মৎসের যোগান ও এইগুলির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কুলিক নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই জেলার

মহকুমা রায়গঞ্জ শহর অবস্থিত, আর এই উপকূল ভাগেই অবস্থিত এশিয়ার দ্বিতীয় বহত্তম পক্ষীনিবাস, যার নাম 'রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী আশ্রয়স্থল' (Raiganj wild life Sanctuary)।

১.৫ আবহাওয়া ও জলবায়ু :

উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে এখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। জেলাটি কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে উষ্ণমণ্ডলে অবস্থান করে কিন্তু ক্রান্তীয় রেখার দূরবর্তী হওয়ায় শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। উত্তর দিনাজপুর হিমালয় থেকে এমন একটি দূরত্বে অবস্থিত যে পার্বত্য অঞ্চলের শীতের তীব্রতা ও বৈপরীত্য উত্তাপের (inversion temp.) প্রভাব এখানে যথেষ্ট পরিমান। পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চচাপের শীতল বায়ু পর্বত গাত্র বেয়ে নীচে নেমে আসলে পর্বত পাদদেশ অঞ্চলের সাথে জেলার বায়ুচাপের পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর এই পার্থক্যই উত্তরের হিমেল বায়ুকে আবাহন করে নিয়ে আসে এই জেলায়, ফলতঃ শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যদিকে বার্ষিক বৃষ্টিপাত (১৬৫-২২৫ সেমি) কম হওয়ায় জেলার গ্রীষ্মকালে উত্তাপের তীব্রতা বেশী অনুভূত হয়। জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্র ৩৩°-৪২° সেন্টিগ্রেট দেখা যায়। জেলার বার্ষিক তাপমাত্রার তারতম্য যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।[৭] তাপমাত্রার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল সঙ্গে প্রচুর উচ্চ আর্দ্রতা যুক্ত বৃষ্টিপাত এবং শীতকাল দ্বারা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত। গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। বর্ষাকাল জুন মাস থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী হল উচ্চ শীত যুক্ত মাস। গ্রীষ্মকালে ৪২° সেন্টিগ্রেট বা তার বেশী এবং শীতকালে ৪° সেন্টিগ্রেট বা তার কম তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়।

বার্ষিক তাপমাত্রা তালিকা :

	তাপমাত্রা		
মাস	**স্বাভাবিক**	**উষ্ণতা**	**শীতলতম**
জানুয়ারী	১৮.১° C	২৫.৯° C	১০.২° C
ফেব্রুয়ারী	২১.০° C	২৮.৯° C	১৩.২° C

মার্চ	২৫.৯° C	৩৪.৩° C	১৭.৪° C
এপ্রিল	৩০.৩° C	৩৮.৪° C	২২.৩° C
মে	৩০.৭° C	৩৭.৫° C	২৩.৯° C
জুন	৩০.১° C	৩৫.৫° C	২৪.৭° C
জুলাই	২৮.৪° C	৩২.৭° C	২৪.১° C
আগস্ট	২৮.১° C	৩২.৫° C	২৩.৭° C
সেপ্টেম্বর	২৮.২° C	৩২.৯° C	২৩.৬° C
অক্টোবর	২৭.০° C	৩৩.০° C	২১.০° C
নভেম্বর	২৩.৩° C	৩০.৫° C	১৬.০° C
ডিসেম্বর	১৯.০° C	২৭.০° C	১১.১° C

১.৬ বৃষ্টিপাত :

উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (বাৎসারিক) ১৬৫-২২৫ সেমি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলায় বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক হার অপেক্ষাকৃত কম।[৮] তাই গ্রীষ্মকাল উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত উষ্ণ থাকে। জেলার মাসিক হারে বাৎসারিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল—

বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)			
জানুয়ারী	৯.২	জুলাই	৪৪৭.৫
ফেব্রুয়ারী	১১.৭	আগস্ট	৩৪৮.৭
মার্চ	১৩.০	সেপ্টেম্বর	৩৭৭.২
এপ্রিল	৭৫.৬	অক্টোবর	১৮৪.৭
মে	১৬৮.৯	নভেম্বর	৪.৭৫
জুন	২৯২.২	ডিসেম্বর	৫.৬

২. জনতাত্ত্বিক রেখাচিত্র :

উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট জনসংখ্যা হল ৩০,০০,৮৪৯ (তিরিশ লক্ষ আটশত

উনপঞ্চাশ) জন। জন ঘনত্বের বিচারে যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ১০-ম (দশম) স্থানে এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে ২ (দ্বিতীয়) স্থানে অবস্থান করে।[৯] এই উচ্চ জনঘনত্বের প্রধানতম কারণ হতে পারে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে এবং প্রতিবেশী জেলা মালদা ও দার্জিলিং থেকে আভ্যন্তরীন জন স্থানান্তর। তাছাড়া ঐতিহাসিক পটভূমি এই জনঘনত্বের জন্য বড় ভূমিকা পালন করে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সেই সময় প্রচুর মানুষ পূর্বকালীন পশ্চিম দিনাজপুরে স্থানান্তরিত হয়। এই অভিবাসী মানুষের ধারাবাহিক প্রবাহ এই জেলার জনঘনত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। একটু ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা দেখতে পাবো যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দুই জেলার জনঘনত্ব বেশী, উত্তর দিনাজপুর (৭৭৮/বর্গকিমি) এবং দক্ষিণ দিনাজপুর (৬৭৭/বর্গকিমি)। আর এই জনঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

জনসংখ্যা বিষয়ক :

বর্ণনা	**২০০১**	**২০১১**
জনসংখ্যা	২৪,৪১,৭৯৪	৩০,০০,৮৪৯
পুরুষ	১২,৫৯,৭৩৭	১৫,৫০,২১৯
মহিলা	১১,৮২,০৫৭	১৪,৫০,৬৩০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	২৮.৭২ %	২২.৯০ %
ক্ষেত্রবর্গ কিমি	৩,১৪০	৩,১৪০
ঘনত্ব/২ কিমি	৭৭৮	৯৫৬
পশ্চিমবঙ্গের অনুপাতে	৩.০৫ %	৩.২৯ %
লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০)	৯৩৮	৯৩৬
শিশু লিঙ্গ অনুপাত (০-৬ বছর)	৯৬৫	৯৪৬
শিক্ষার গড়	৪৭.৮৯	৬০.১৩
শিক্ষিত পুরুষ	৫৮.৪৮	৬৬.৬৫
শিক্ষিত মহিলা	৩৬.৫১	৫৩.১৫

শিশু জনসংখ্যা (০-৬ বছর)	৫,১৩,২৬৬	৪,৬৯,৯৭১
পুরুষ জনসংখ্যা (০-৬ বছর)	২,৬১,২০২	২,৪১,৫৪৭
মহিলা জনসংখ্যা (০-৬ বছর)	২,৫২,০৬৪	২,২৮,৪২৪
সাক্ষর	৯,২৩,৪৭৭	১৫,২১,৯৩৩
সাক্ষর পুরুষ	৫,৮৩,৯৬০	৮,৭২,২৮৫
সাক্ষর মহিলা	৩,৩৯,৫১৭	৬,৪৯,৬৪৮
শিশু অনুপাত (০-৬ বছর)	২১, ০২%	১৫, ৬৬%
ছেলে অনুপাত (০-৬ বছর)	২০, ৭৩%	১৫, ৫৮%
মেয়ে অনুপাত (০-৬ বছর)	২১, ৩২%	১৫, ৭৫%

উত্তর দিনাজপুর জেলার ব্লক (সমষ্টি) স্তরে জন বিন্যাসের তথ্য বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, করণদিঘি ব্লকে সর্বোচ্চ জনঘনত্ব (৮১৭/বর্গকিমি) এবং সর্বোচ্চ অনুপ্রবেশের হার ৩৮.৫৭ শতাংশ। যদিও চোপড়া ব্লকে জনঘনত্ব (৫৮৬/বর্গকিমি) সর্বনিম্ন তথাপি অনুপ্রবেশের বৃদ্ধির হারের পরিপ্রেক্ষিতে করণদিঘির পরেই অবস্থান করে। চোপড়ায় অনুপ্রবেশের সর্বোচ্চ হার ৩৪.৫৮ শতাংশ।

গ্রাম ও শহর ভিত্তিক জনবিন্যাস (২০১১) :

বর্ণনা	**গ্রাম**	**শহর**
জনসংখ্যা শতকরা	৮৭.৯৩%	১২.০৭%
মোট জনসংখ্যা	২৬,৩৮,৬৬২	৩,৬২,১৪৭
পুরুষ জনসংখ্যা	১৩,৬১,৩৪২	১,৮৮,৮৭৭
মহিলা জনসংখ্যা	১২,৭৭,৩২০	১,৭৩,৩১০
লিঙ্গ অনুপাত	৯৩৮	৯১৮
শিশুলিঙ্গ অনুপাত (০-৬ বছর)	৯৪৬	৯৪৩
শিশু জনসংখ্যা (০-৬ বছর)	৪,২৯,০৯৪	৪০,৮৭৭
ছেলে শিশু (০-৬ বছর)	২,২০,৫১৩	২১,০৩৪

মেয়ে শিশু (০-৬ বছর)	২,০৮,৫৮১	১৯,৮৪৩
শিশু শতকরা (০-৬ বছর)	১৬.২৬%	১১.২৯%
ছেলে শিশু শতকরা	১৬.২০%	১১.১৪%
মেয়ে শিশু শতকরা	১৬.৩৩%	১১.৪৫%
সাক্ষর	১২,৬২৭৩০	২,৫৯,২০৩
পুরুষ সাক্ষর	৭,৩০৭৮৩	১,৪১,৫০২
মহিলা সাক্ষর	৫,৩১,৯৪৭	১,১৭,৭০১
গড় সাক্ষর	৫৭,১৫%	৮০.৬৭%
পুরুষ শিক্ষিত	৬৪.০৬%	৮৪.৩১%
মহিলা শিক্ষিত	৪৯.৭৭%	৭৬.৬৯%

উত্তর দিনাজপুর জেলার বর্তমান লিঙ্গ আনুপাতিক হার ৯৩৮ যা কিনা পশ্চিমবঙ্গের (৯৩৪) অনুপাতে বেশী হলেও সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় পিছিয়ে পড়া। রায়গঞ্জ সহ চোপড়া ব্লকে লিঙ্গের অনুপাত সর্বনিম্ন (৯৩৮) ও ইটাহার ব্লকে লিঙ্গের অনুপাত সর্বাধিক (৯৬০)।

উত্তর দিনাজপুর জেলার সমাজ মূলত দুটি স্তরে বিন্যস্ত—শহুরে সমাজ ও গ্রামীণ সমাজ। শহর কেন্দ্রিক সমাজে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণ একত্র পাশাপাশি অবস্থান করেন। অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষজন আলাদা আলাদা পাড়াতে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করেন। এই জেলার জনমণ্ডলী প্রধানত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী সমাজ দ্বারা গঠিত।

ধর্মগত ভাবে জেলার জনসংখ্যা (২০১১) :

হিন্দু	১৫,৪২,০০১ জন
মুসলিম	১৪,৩৫,০৩৫ জন
খ্রীষ্টান	১৪,৪৭৩ জন
জৈন	১,৫৪৮ জন
শিখ	৪৭৮ জন

বৌদ্ধ	৬৬৯ জন
অন্যান্য	৬,৬৪৫ জন
মোট	**৩০,০০,৮৪৯ জন**

ব্লক ভিত্তিক তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি :

ক্রমিক নং	**ব্লক**	**জনসংখ্যা**
০১	চোপড়া	২,২৩,০৪৬ জন
০২	গোয়ালপোখর - ১	২,৪৫,৬০৩ জন
০৩	গোয়ালপোখর - ২	২,২৬,২৩১ জন
০৪	হেমতাবাদ	১,১৮,৮১৫ জন
০৫	ইসলামপুর	২,৪১,৯১০ জন
০৬	ইটাহার	২,৪৯,৫০০ জন
০৭	করণদিঘি	১,৯০,০১৪ জন
০৮	কালিয়াগঞ্জ	৩,০৪,৯০২ জন
০৯	রায়গঞ্জ	৩,৪৭,৩৩২ জন
	মোট	**৩০,০০,৮৪৯ জন**

জনবিন্যাস (২০১১) :

তফশিলি জাতি :		
পুরুষ	**মহিলা**	**মোট**
১৮,৩০৪	১৭,০০৩	৩৫,৩১১
৩৮,৩৮৩	৩৫,৩০৫	৭৩,৬৮৮
১৮,০৫৬	১৬,৭৮৮	৩৪,৮৪৪
১৮,০৬৯	১৬,৬৬০	৩৪,৭২৯

২০,৮৬৯	১৯,৮১৭	৪০,৬৮৬
৩১,২৩৪	২৯,৩৯৮	৬০,৬৩২
৩৪,২২৬	৩২২২	৬৬,৪৪৮
৪৮,৮৭৯	৪৫,২৯৯	৯৪,১৭৮
৫৮,৩৯৯	৫৩,৭৫৫	১,১২,১৪৫
২,৮৬,৪২৩	**২,৬৬,২৪৭**	**৫,৫২,৬৭০**

তফশিলি উপজাতি :

পুরুষ	**মহিলা**	**মোট**
২,৪৮৩	২,৪৬৬	৪,৯৪৯
৯,৭১৩	৯,১৬১	১৮,৮৭৪
৫,৩৯২	৫,১২৩	১০,৫১৫
২,১৮৯	২,১৫১	৪,৩৪০
১৬,৪০২	১৬,১৬৭	৩২,৫৬৯
৯,৫১৬	৯,৩৫৬	১৮,৮৭২
৫,৭২০	৫,৬৫৭	১১,৩৭৭
৩,৩৯৭	৩,২৪৮	৬,৬৪৫
৯,৭৩৪	৯,০১৪	১৮,৭৪৮
৬৪,৫৪৬	**৬২,৩৪৩**	**১,২৬,৮৮৯**

এই জেলায় তফশিলি জাতির জনসংখ্যা (৫,৫২,৬৭০) তফশিলি উপজাতির (১,২৬,৮৮৯) তুলনায় বেশী। মোট জনসংখ্যা ২২.৪০ শতাংশ হল তফশিলি জাতি ও ৪.১৮ শতাংশ হল তফশিলি উপজাতি। ২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার নিরিখে তফশিলি জাতি ২৫.০৭ শতাংশ ও তফশিলি উপজাতি ৫.০৯ শতাংশ। তফশিলি

জাতি সবচেয়ে বেশী কালিয়াগঞ্জ ব্লকে (৪৯.০৬ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম গোয়ালপোখর-২ ব্লকে (১৫.০৪ শতাংশ)। তফশিলি উপজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ইসলামপুর ব্লকে (১৩.০৫ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম চোপড়া ব্লকে (২.০২ শতাংশ)।[১০]

ব্লক ভিত্তিক শিশু জনবিন্যাস (২০১১) :

ব্লক	শিশু জনবিন্যাস (০-৬ বছর)			মোট জনসংখ্যা
	মোট	পুরুষ	মহিলা	শতকরা
চোপড়া	৫৩,৩৯৯	২৭,১৫৬	২৬,২৪৩	২৩.৯৪
ইসলামপুর	৫৮,০২৪	২৯,৪৬৬	২৮,৫৫৮	২৩.৯৮
গোয়ালপোখর-১	৫৭,০৬২	২৮,৯২৮	২৮,১৩৪	২৩.২৫
গোয়ালপোখর-২	৫২,১০৮	২৬,৬৬৩	২৫,৪৪৫	২৩.০১
করণদিঘি	৭৪,৫০৯	৩৭,৯০২	৩৬,৬০৭	২৩.৩৭
রায়গঞ্জ	৭৩,১০৬	৩৭,০৬৫	৩৬,০৪১	২০.১৯
হেমতাবাদ	২৩,৫৫৩	১২,০১৩	১১,৫৪০	১৯.৮২
কালিয়াগঞ্জ	৩৬,২০৯	১৮,৪৫৭	১৭,৭৫২	১৯.০৬
ইটাহার	৫২,৪৫১	২৬,৬১৫	২৫,৮৩৬	২১.০২

উত্তর দিনাজপুর জেলায় শিশু (০-৬) জনসংখ্যা ২০০১ সালে (২০.৪৯ শতাংশ) থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২১.০৯ শতাংশ হয়েছে। ইসলামপুর ব্লকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ (২৩.৯৮ শতাংশ) শিশু জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায়, আর কালিয়াগঞ্জ ব্লকে সবচেয়ে কম শিশু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯.০৬ শতাংশ।

৩. প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি :

উত্তর দিনাজপুর জেলায় দুটি মহকুমা—রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর, ১১০ কিমি দূরত্ব উভয়ের মধ্যে। এখানে ৪টি পৌরসভা, ৯টি ব্লক এবং ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত যার মধ্যে আছে ১৫১৩টি মৌজা। মোট জনসংখ্যা ৩০,০০,৮৪৯ যারা প্রধানত গ্রাম্য জনগণ। বাংলা এদের

প্রধান ভাষা কিন্তু ইসলামপুর মহকুমায় একটি বড় অংশের জনগণ উর্দু এবং হিন্দি ভাষী।[১১]

৩.১ মহকুমার বিবরণ :

এই জেলা দুটি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়েছে—রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুর। রায়গঞ্জ মহকুমার মধ্যে রায়গঞ্জ পৌরসভা, কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা এবং ৪টি জনবিকাশ কেন্দ্র—হেমতাবাদ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ এবং রায়গঞ্জ রয়েছে। ইসলামপুর মহকুমার মধ্যে ইসলামপুর পৌরসভা, ডালখোলা পৌরসভা এবং পাঁচটি জনবিকাশ কেন্দ্র— চোপড়া, গোয়ালপোখর-১, গোয়ালপোখর-২, ইসলামপুর এবং করণদিঘি রয়েছে। রায়গঞ্জ হল জেলা সদর দপ্তর। এখানে ৯টি থানা, ৯টি জনবিকাশ ব্লক, ৪টি পৌরসভা, ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৫১৩টি মৌজা এবং ৩১৯২টি গ্রাম অবস্থিত।

পৌরসভা ব্যতীত প্রত্যেক মহকুমায় জনবিকাশ ব্লক অবস্থিত। যেগুলি হল জনঘনত্ব বহুল শহর ও গ্রাম্য অঞ্চল। এখানে ১০টি শহর, ৪টি পৌরসভা এবং ২টি জনবহুল শহর অবস্থিত। রায়গঞ্জ এবং কসবা জনবহুল নগর। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী ডালখোলা ছিল একটি জনবহুল শহর কিন্তু ২০০৩ সালে এটিকে পৌরসভায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক একক (২০১১) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	সংখ্যা	বিবরণ
০১	মহকুমা	২	রায়গঞ্জ (সদর), ইসলামপুর
০২	ব্লক	৯	রায়গঞ্জ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর-১, গোয়ালপোখর-২, করণদিঘি
৩	থানা	৯	রায়গঞ্জ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি
৪	পৌরসভা	৪	রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, ডালখোলা
৫	পৌর ওয়ার্ড	৭৪	রায়গঞ্জ-২৫, কালিয়াগঞ্জ-১৭, ইসলামপুর-১৭, ডালখোলা-১৫

৬	গ্রাম পঞ্চায়েত	৯৮	রায়গঞ্জ-১৪, ইটাহার-১২, কালিয়াগঞ্জ-০৮, হেমতাবাদ-০৫, চোপড়া-০৮, ইসলামপুর-১৩, গোয়ালপোখর-১ - ১৪, গোয়ালপোখর-২ - ১১, করণদিঘি-১৩
৭	মৌজা	১৫১৩	
৮	গ্রাম	৩১৯২	

৪. ঐতিহাসিক পরিচয় :

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিণত হয়। তখন দিনাজপুর জেলা ও দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ পড়েছিল তৎকালীন নবজাত পূর্ব পাকিস্তানে (অধূনা বাংলাদেশ) যার নাম 'পূর্ব দিনাজপুর' আর পশ্চিমাংশ ভারত রাষ্ট্রভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধীন একটি নতুন জেলা 'পশ্চিম দিনাজপুর' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর 'ইসলামপুর' মহকুমাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে বিহার রাজ্য থেকে পৃথক করে ইসলামপুর মহকুমাটিকে 'পশ্চিম দিনাজপুর'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার কারণে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল 'পশ্চিম দিনাজপুর' বিভক্ত হয়ে 'উত্তর দিনাজপুর' ও 'দক্ষিণ দিনাজপুর' জেলা দুটির উৎপত্তি হয়। আর 'ইসলামপুর' মহকুমাটি 'উত্তর দিনাজপুর' জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছিল।

এবার 'উত্তর দিনাজপুর' জেলার নামের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলার সুলতানী যুগে একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৪১৫-১৪১৮ খৃঃ) 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করে কয়েক বৎসর রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন।[১২] ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহর দরবারে তাঁর এককালে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন সম্ভবত এই 'দনুজ' শব্দটি থেকেই 'দিনাজপুর' নামের সৃষ্টি হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ''The District of Dinajpur, the name being given as Dinawj or Danoj (Danuj) in persion histories, unquestionably preserves his name.''[১৩]

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। যথা—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।

৪.১ প্রাচীন যুগ

নদীমাতৃক উত্তর দিনাজপুর বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে বিদ্যমান। বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলা অতীতের 'পুণ্ড্রবর্ধন' এবং 'বরেন্দ্র' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও মৌর্য্য শুঙ্গকালীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন এ অঞ্চলে বিরল, তথাপি উত্তরবঙ্গ সৎলগ্ন বাৎলাদেশের মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত মৌর্য্যকালীন প্রস্তর লিপি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এ অঞ্চলেও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাণগড় (প্রাচীন কোটিবর্ষ) থেকে উৎখননে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের মসৃণ পাথরের কুঠার প্রমাণ করে যে, সুদূর অতীত থেকেই এ অঞ্চলে জনবসতির বিকাশ ঘটেছিল। অসুরাগড় থেকে আদি ঐতিহাসিক পর্বের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে।[১৪]

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল-সেন যুগে 'বরেন্দ্র' এবং 'পুণ্ড্রবর্ধন' অঞ্চলে তাদের অন্যতম প্রধান ক্ষমতা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় এ অঞ্চলে বেশ কিছু স্থানে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ, মন্দির ইত্যাদি গড়ে ওঠে। বেশ কিছু ধর্মীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তাম্রশাসন, বিশালাকার দিঘি বা পুস্করিণী তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। রায়গঞ্জ, ইটাহার, সোনাপুর, ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, চোপড়া, করণদিঘি, চাকুলিয়া, টেনহরি এবং অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত কালো পাথরের মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে পাল-সেন যুগে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা হত। যেমন বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য, বরাহ-বিষ্ণু, নৃসিংহ-বিষ্ণু, মনসা প্রভৃতি। যেহেতু পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেহেতু এ অঞ্চলে বেশ কিছু বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়।[১৫] পরবর্তী পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধমূর্তি ছাড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অসংখ্য মূর্তি, বিশেষত বিষ্ণু, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের সাক্ষ্য বহন করে।

৪.২ মধ্য যুগ

মহম্মদ বখতিয়ার খলজির আক্রমণ ও বঙ্গবিজয়ের পর মধ্যযুগের সূচনাপর্বে গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং আদিনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়। গিয়াসুদ্দিন খলজির সময়ে

দিনাজপুর খলজি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২২০ খ্রীঃ পর্যন্ত 'দেবকোট' খলজি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইলিয়াসশাহী বংশের অবসানে যিনি একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য রূপে কয়েক বৎসর বাংলার শাসক হয়েছিলেন সেই ইতিহাস খ্যাত রাজা গণেশও এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহর দরবারে তাঁর এককালে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি নিয়ে ১৪১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন। আর তার পুত্র যদু সেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন নাম নিয়ে ১৪৩১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজ্যত্ব করেন—এই সময় পর্যন্ত এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৬]

১৫৮৫ খ্রীঃ বঙ্গভূমি আকবরের সাম্রাজ্যাধীন হয়। তখন দিনাজপুর অঞ্চল তাজপুর 'সরকার'-এর অন্তর্গত ছিল। সুলতানি ও মোঘল আমলের 'তোঘরা' লিপিতে উৎকীর্ণ শিলা-লেখ, বেশ কিছু মুদ্রা ইসলামিক স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন পাওয়া যায়। হেমতাবাদের আদি সুলতানি যুগের মসজিদ, বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও দরগা প্রভৃতি প্রমাণ করে যে উত্তর দিনাজপুর জেলা মধ্য যুগেও সমৃদ্ধ ছিল। এছাড়াও মধ্যযুগের শেষ পর্বে নির্মিত বাজে বিন্দোল-এ (জে.এল. নং-৩৫, থানা-রায়গঞ্জ) একটি পৌরাণিক মন্দির রয়েছে যা স্থানীয় লোকেরা পাল যুগের সৃষ্টি বলে মনে করেন। আবার বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিগুলি উত্তর দিনাজপুরের প্রত্ন সম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে।

৪.৩ আধুনিক যুগ :

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর এই জেলা ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরেজদের অধীনে আসে। কোম্পানী শাসন ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না করে তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজস্ব আদায় করা। ফলস্বরূপ, পরবর্তীকালে আটটি জেলা নিয়ে দিনাজপুরে 'আঞ্চলিক কাউন্সিল' গঠিত হয়। এছাড়া ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৭৮০ সালে দিনাজপুরে ' দেওয়ানি আদালত' এবং ১৭৮২ সালে 'সদর দেওয়ানি আদালত' গঠন। 'সুবাদারি' ও 'সরকারি' প্রথা আকবরের সময়ে শুরু হওয়ার পরবর্তীকালে দিনাজপুর অঞ্চল 'সরকারি' আওতায় পড়ে।

পরবর্তীকালে স্থানীয় রাজা ও জমিদারের হাতে দিনাজপুরের শাসন ব্যবস্থা ও রাজস্ব

আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ মারা যাবার পর বিধবা রাণী সরস্বতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করে রাধানাথ নামক একটি তরুণকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং মৃত রাজা বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতির ব্রিটিশ সনদ অর্জন করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ রাধানাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮০১ খ্রীঃ রাধানাথ মারা গেলে তার বিধবা রাণী তখন গোবিন্দনাথ নামক তরুণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮১৭ খ্রীঃ গোবিন্দনাথ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ও ভূসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। ১৮৪১ খ্রীঃ কনিষ্ঠপুত্র তারকনাথকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গোবিন্দনাথ পরলোক গমন করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় তারকনাথ মারা গেলে তার বিধবা রাণী গিরিজানাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। গিরিজানাথের পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুরের সর্বশেষ রাজা।[১৭] ইংরেজ আমলে উত্তর দিনাজপুরের নানা স্থানে নীল চাষ ও নীল উৎপন্ন করার নিদর্শন বিক্ষিপ্তভাবে লক্ষণীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দিনাজপুরের নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ঘটনা ও ক্রমপর্যায় নির্দ্ধারণ করা যায়। এই জেলার সাঁওতাল অধীবাসীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।[১৮]

গিরিজানাথের পুত্র জগদীশনাথ ছিলেন দিনাজপুরের সর্বশেষ রাজা। তাঁর রাজত্বকালেই ১৯৪৭ খ্রীঃ ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হয়। তখনই পশ্চিমবঙ্গের এক নতুন জেলা পশ্চিম দিনাজপুরের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল 'পশ্চিম দিনাজপুর' বিভক্ত হয়ে 'উত্তর দিনাজপুর' এবং 'দক্ষিণ দিনাজপুর' জেলা দুটির উৎপত্তি হয়।

৫. সামাজিক পরিচয় :

উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রধানত হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টান সমাজ দ্বারা গঠিত। প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ জন সমাজে পাশাপাশি অবস্থান করেন কিন্তু আলাদা আলাদা পাড়া বা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে। এই জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। জেলার বৃহত্তম সমাজ হল রাজবংশী সমাজ। এই জেলার সামাজিক পরিকাঠামো অনুন্নত কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির পরিকাঠামো উন্নত। এক মিশ্র-সামাজিক চোহারা এই জেলায় লক্ষ্য করা যায়।

৫.১ জাতি-উপজাতি :

উত্তর দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসরত জাতি-উপজাতি সমূহের নৃতত্ত্বগত পরিচয় প্রধানত দুটি ধারায় বহমান। একটি আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australiot) অপরটি ইন্দো-মঙ্গোলয়েড (Indo-Mongoloiat) নৃতত্ত্বধারা। জাতি প্রবাহের এই দুই রকম নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, বাংলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড। প্রশস্থনাস। আদি অস্ট্রেলীয় বা কোলিড। বিজ্ঞানী রিজলি কথিত দীর্ঘ করোটি বিশিষ্ট কোচ, পলিয়া বা উত্তর বাংলার রাজবংশী প্রভৃতি ভোট চৈনিক গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা হিমালয় অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হতে এসে ঐতিহাসিক যুগেই উপনিবিষ্ট হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এইসব মঙ্গোলীয়রা বেশির ভাগই ছিল দীর্ঘমুণ্ড। বাঙালির মধ্যে যে গোলমুণ্ডাকৃতি দেখা যায় তা এইসব মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাবের ফলে নয় বলে রিজলি মনে করেন। অস্ট্রিক, নিষাদ, পুণ্ড্র, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জনগোষ্ঠীভুক্ত অধিবাসীরাই হল সাবেক দিনাজপুর জেলার আদি মানুষ। আর্য পূর্ব আধিবাসীরা হল কৈবর্ত, রাজবংশী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।[১৯]

১৯৫১ সালের জনগণনায় উত্তর দিনাজপুরের তফশিলি জাতি রূপে মালো, মুচি, ভুঁইমালি, ভুঁঞা, নমঃশূদ্র, নুনিয়া, পলিয়া, রাজবংশী ও তুরী এই জনগোষ্ঠীগুলিকে বলা হত। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছিল সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি ইত্যাদি। ১৯৭১ সালের জনগণনায় আরও অনেক জনগোষ্ঠী তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব জাতি সমূহের মধ্যে ছিল বাগদী বা ডুলি, বেলদার, বাউরি, জালিয়া কৈবর্ত, হাড়ি, গোল্‌রি, ঘাসি, ধোবা, খেওবা খেওৎ, রাজবংশী, পলিয়া। এছাড়াও রয়েছে ঋত্বিক, কোচ, কনোয়ার,মাহার, ধামাই (নেপালি), বিন্‌দ, কাদার, কামি, কোরা, মেথর, পাশি, রাজোয়ার, সুরী, সরকি (নেপালি), তাওড় ইত্যাদি গোষ্ঠী। ভূমিজ, বেদিয়া, লোহার, পাটনি, মাল ও তুরি এইসব জনগোষ্ঠী তফশিলি জাতি রূপে তালিকাভুক্ত হলেও এদের আদিবাসী হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। কোরা, পাটনি, মাল, তুরি এই সব জনজাতির কেউ কেউ রায়, সিংহ, নাগ, মণ্ডল ও সরদার পদবি লেখেন। মাল সম্প্রদায়ের অনেকেই মাল পদবির পরিবর্তে ‘মল্লিক’ পদবি করে নিয়েছেন। লোহার সম্প্রদায় নিজেদের কোথাও কোথাও ‘গোবাইৎ’ হিসেবে পরিচয় দেন।

৫.২ সমাজ কল্যাণ ও অন্যান্য :

উত্তর দিনাজপুর জেলা অন্যান্য জেলার তুলনায় একটি পিছিয়ে পড়া জেলা। এই জেলার সিংহভাগ মানুষ তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। মহিলা, শিশু ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে নজর দিতে সরকারী ব্যবস্থা। গ্রহণ করা হয়েছে। হাতে কলমে, প্রয়োগবিদ্যা কত শিক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পলিটেকনিক, আই.টি.আই এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এস.সি./এস.টি./বি.সি./ও.বি.সি. মানুষদের এস.সি.পি./টি.এস.পি. ইত্যাদির মতো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা অবিশ্যক। এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ৬০১.৪০ লক্ষ, ১.০০ শতাংশ মোট বরাদ্দের এই পরিকল্পনায় খরচ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়নে।

৫.৩ লোকজীবন ও সংস্কৃতি :

বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্থান পতনের ফলে এই জেলা শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় একদিন উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এখানকার লোকজীবন বৃত্তের ভেতর থেকে এখনও বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে। কুলিক, নাগর, টাঙ্গন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের সংস্কৃতিকে জেলার মূল সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলটিতে মুখ্যত দেশি-পলি, রাজবংশী, দেশি অর্থাৎ নবগোষ্ঠীগত দিক থেকে তিব্বতি-মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর বসবাসই অধিকতর। এই অঞ্চলের উপভাষা মূলত তিব্বতবর্মি অর্থাৎ কামরূপী উপভাষা।

৫.৩.১ সংগীত কলা :

এখানকার লোকসংস্কৃতির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে লোকসংগীত। এই গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে, মাঝি নৌকা বাইতে বাইতে, চাষি চাস করতে করতে, বৃক্ষ রোপণ করতে করতে, ধান কাটতে কাটতে আপন মনে গায় এ গান। এখানকার লোকসংগীতের ছন্দবদ্ধ কথায় ও সুরে স্থানিক মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ধরা পড়ে। নারী পুরুষের প্রেম নিয়ে রচিত হয় 'বন্ধ পাঁচালী গান'। নারী পুরুষ সম্পর্কিত রচনায় আর্থ-সামাজিক

অবস্থার করুণ চিত্র ফুটে ওঠে 'বন্ধুয়ালা গান' বা 'বিরহ আলা' গানের মাধ্যমে। আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের প্রবল খরার রাতে গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়েরা জলের প্রার্থনার জন্য ভিক্ষা করতে বের হয় এবং সমবেত ভাবে তারা নগ্ন হয়ে নাচ গান সহকারে জলের দেবতার উদ্দেশ্যে গান গায়। তাকে 'জল মঙ্গা গান' বলে। পৌরাণিক পদ্মপুরাণের কাহিনিকে ভিত্তি করে 'বিষহরা গান' গাওয়া হয়। মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে যে গান গাওয়া হয় তাকে ' সৈতপীরের গান' বলা হয়। মহরম পরব উপলক্ষে কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিয়ে মুসলিম সমাজে 'জংগান' গাওয়া হয়। আমন ধান রোপণের কাজ শেষ হলে কৃষককূল কিছুটা অবকাশ পান। সেই অবকাশের এই গান খন নামে পরিচিত। কৃষিকাজের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যঙ্গ, নির্যাতিতা নারীর আকুলতা প্রভৃতি এই গানের মূল বিষয়।[২০]

এছাড়াও আছে খজাগর, চোরচুরনি, বেহার গান, মহীপালের গান, জিতুয়া, গোরক্ষনাথের গান, চৈতাগান, করম গান, নটুয়া, ত্রিফলা মঙ্গলের গান, কপিলা মঙ্গলের গান, অপাগাড়ার গান, তেভাগা লড়াইয়ের গান প্রভৃতি এখানকার লোকসংগীতের অনন্ত ভাণ্ডারের সিংহভাগই এখনও অনালোকিত।

৫.৩.২ শিল্পকলা :

এই জেলায় লোকশিল্পীদের তৈরী শোলার মনসার পট, লক্ষ্মীর পট, বেহুলা লখীন্দরের পট বিখ্যাত ছিল। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কুনোরের লোক-শিল্পীদের তৈরী পোড়া মাটির মাতৃকা মূর্তি সুপ্রসিদ্ধ।

ধোকড়া শিল্প :

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্পাস ও পাটজাত ধোকড়া শিল্পের জন্য উনিশ শতক পর্যন্ত এই জেলার সুনাম ছিল সারা বিশ্বে। জেলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্প বিকশিত হয়েছিল। এই শিল্প একান্তই নারী শিল্প, পাটের সুতো রং করে রেখাঙ্কিত নানা ধরণের ডিজাইন যেমন বৃত্ত, আয়তকার, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, কলমিলতা, মুণ্ডিলতা, পান পাতা ইত্যাদি মোটিফ ব্যবহার হয় এই শিল্প বস্তুটিতে। উত্তর দিনাজপুরের এই শিল্পকলার গৌরব অস্মতি প্রায়।

মোখা শিল্প :

লোকায়ত শিল্পকলার অন্যতম গৌরবময় ঐতিহ্য মুখোশ শিল্প। পুরাণ কাহিনি নির্ভর

ও লৌকিক সমাজ জীবন নির্ভর লোকবৃত্ত সমাজে উৎসব অনুষ্ঠানে মোখা ব্যবহারের অধিকতর প্রচলন। শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় জড় মোখা যেন রক্ত মাংসের মোখায় পরিণত হয়। মোখায় আবদ্ধ দানবের প্রতীক, জীবজন্তুর প্রতীক ও দেবদেবীর প্রতীক যেন সেই আদি ভাবমূর্তি, যার ভেতর দিয়ে মানুষ বিশ্বাস, কামনা ও আকাঙ্খা, ভয়ভীতি প্রভৃতিকে অবলোকন করে।[২১]

এছাড়া অন্যান্য লোকশিল্পের অতি সমৃদ্ধ কলাকৃতিগুলি হল উলের কার্পেট, পাট ও তিব্বতীয়ান কার্পেট, বাঁশের শিল্প, শোলার বিষহরি পট, ডাকের সাজ, চাঁদমালা, কদমফুল, দেবদেবীর মুখাবরণ, জলজ কাঠির তৈরী মানুর শিল্প, নকশিপাখা, সুতোর সূক্ষ্ম জাল, ঝিনুক শিল্প, অলংকার শিল্প, নকশিকাঁথা, মিষ্টান্ন শিল্প, শঙ্খচিল, কাঠের চিত্রিত পালকি, দেবদেবীর নকশাদার সিংহাসন ইত্যাদি।

৫.৩.৩ পুজো-পার্বণ :

রাজবংশী গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে রামানন্দ, নিত্যানন্দ, বলরাম ও জগমোহন এই চার লৌকিক দেবতা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করেন। এক কালীই সমাজে বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন উড়নকালী, সাপকালী, ঘটকালী, মেথেনীদেও ইত্যাদি। এছাড়া বিষহরা, জিতুয়া ঠাকুর, ডাংধরা, কুমিরদেব, কান ঠাকুর, জল খুকি, ছোটো বসুমতী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীও আছেন। জেলায় 'বারুলিয়া' পুজোয় মুসলিম সমাজের পীর পূজিত হন। নবান্ন উৎসবে 'মহামারি' ও 'দুয়ারি কুয়ারি' ঠাকুর পূজিত হন। তাছাড়া আছে বিষ্ণু, বর্মা, মহাকাল, মহারাজ ঠাকুর। মৃত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য 'হকাহকি' ও চোর' পুজোও ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। পীরের 'উরস উৎসব' হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অপূর্ব মিলন সেতু রচনা করে। এর পাশাপাশি রয়েছে সাঁওতালদের অতি পবিত্র ধর্মীয় উৎসব বাহা, বাতৌলা, করম, মাগে ও সোহারই পরব।[২২]

উত্তর দিনাজপুর জেলার লোকবৃত্ত সমাজ মুখ্যত কৃষি নির্ভর। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে চাষভূমিকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে এক বৃহত্তর সমাজ। এখানকার জল, মাটি, হাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরী করেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সুর, ছন্দ, গাথা, কথাসাহিত্য, সংস্কৃতি, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বিরহ, ব্যথা-বেদনা, প্রতিকার-প্রতিবাদ, রুচি,

কল্পজ্ঞান, শৈল্পিক চিন্তাধারা ও চেতনার মানবিক প্রকাশ।

৬. সমাজ-অর্থনীতি :

এই জেলায় কৃষি, সংস্কৃতি, গ্রাম্য ও পর্যটন শিল্প হল মূল অর্থনীতির বুনিয়াদ। এই শিল্পগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সমাজ-অর্থনীতির উন্নতিকল্পে। পর্যটন শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই জেলায় যাতে ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উৎপন্ন জিনিসপত্রগুলি বাজারজাত করা যায় তার জন্য জেলায় কয়েকটি সরকারী বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। সামাজিক কাজের জন্য মোট বরাদ্দ ৩০,৫২২,৮৬ লাখ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫০, ৫১ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এখানে মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৬০,১৩ লাখ টাকা যা মোট বরাদ্দের ০,৬ শতাংশ।

৬.১ শিল্প এবং খনিজ :

এই জেলায় শিল্প ও খনিজে মোট বরাদ্দ ১,২৪৯,৮৯ লাখ যা মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের ২,০৭ শতাংশ। উত্তর দিনাজপুরে নিবন্ধভুক্ত মোট ৯টি বড় শিল্প এবং ১,২৬১টি ছোট শিল্প রয়েছে।[২৩] ছোট শিল্পের তালিকা—

ক্রমিক নং	শিল্প	সংখ্যা
০১	কৃষি এবং খাদ্য নির্ভর	৪২৫
০২	চা প্রক্রিয়াকরণ একক	১২
০৩	হোসিয়ারি এবং গার্মেন্টস	২৭
০৪	বন নির্ভর	৫৭
০৫	রাসায়নিক শিল্প	২২
০৬	ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফেব্রিকেশন	৭৬
০৭	হলদিয়ার নিম্ন ধারার একক	০৮
০৮	চর্মজাত পন্য	২২
০৯	ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস্	১২
১০	প্রাথমিক ধাতব শিল্প	০৯
১১	মুদ্রণ কাগজ পণ্য	২৮

১২	মেরামত/সার্ভিসিং/চাকুরির কাজকর্ম	১৯৫
১৩	বয়ন নির্ভর	১৪
১৪	সিমেন্ট ভিত্তি শিল্প	১৫
১৫	বিবিধ	৩৫২

পাশাপাশি জেলাগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে উত্তর দিনাজপুর জেলা ব্যাপক উন্নতি করেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। জেলাটি ডি.আই.সি. তত্ত্বাবধানে ভালো অবস্থায় রয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার (বি.পি.এল.) তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতির মানুষজন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন শিল্পের উন্নতিকল্পে। এখানে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগ এবং তাদের সহযোগীতায় উন্নতি হচ্ছে। এখানে বাজার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই সুগঠিত। এছাড়া এই জেলাতে শস্য উৎপাদনশীলতা খুব বেশী (গড় ১৮৮ শতাংশ)। এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরো কয়েকটি নতুন শাখা খোলা হয়েছে কৃষিকাজ এবং ধারাবাহিক শিল্পের জন্য (ধোকড়া, টেরাকোট)।

৬.২ শক্তি :

অপ্রচলিত শক্তিগুলির উৎস বৃদ্ধি— গোবর গ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈব জ্বালানী, ডিজেল এবং কৃষিকাজ থেকে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থ যেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বর্তমান সময়ে। জেলায় এই সকল শক্তি কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে পুষ্ট করায় মনোনিবেশ করা হয়েছে।

এই বিভাগে প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় বিদ্যুতায়ন করা হবে শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইসলামপুর ব্লকে সৌরশক্তি দেওয়া হয়েছে। যেখানে লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে ২,৬১৭,৫৬ লাখ, মোট বরাদ্দের ৪,৩৩ শতাংশ। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মাফিক।

৭. কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক :

এই জেলায় কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক প্রস্তাবিত বরাদ্দ হল ৬,১২৯,১৮ লক্ষ যা প্রস্তাবিত

বরাদ্দের ১০.১৪ শতাংশ।

৭.১ কৃষি :

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত ৬০ বছর ধরে আশাপ্রদ উন্নতি ঘটেছে কৃষি ক্ষেত্রে। ১৯৮০-৯০ এর মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯৭ সাল থেকে উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতা থমকে গেছে। যদিও প্রচলিত কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো চালু আছে। তবুও সবুজ বিপ্লব স্থবির অবস্থার সম্মুখীন। ফলত কৃষি সম্প্রসারণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জাতীয় কৃষি পরিকল্পনায় প্রতীয়মান। কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্য সরকারের সমর্থন কর্মসূচী যেটি দশম পরিকল্পনা কালে গৃহীত হয়েছিল সেটিকে অনুমোদন দিয়েছিল।

উত্তর দিনাজপুর জেলার মানুষের জীবিকার মূল উৎস কৃষি। জনসংখ্যার ৭৫-৮০ শতাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যদিও ভৌগোলিক পরিসীমায় প্রায় ৭৪ শতাংশ এলাকায় শস্য উৎপাদন হয় তথাপি পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে এই জেলার অবস্থান ১২তম।[২৪] (উৎস : Towards a District Development Report) জেলায় কৃষিজ কার্যগুলির মূল বিষয় হিসাবে বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা উর্বরতা, আবহাওয়া এবং জমির পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়।

কৃষির রূপরেখা—

ক্রমিক নং	**বর্ণনা**	**পরিমাপ**
০১	ভৌগোলিক	৩,১৩,০৭৯ হেক্টর
০২	কর্ষণযোগ্য জমি	২৪১২৯২ হেক্টর
০৩	জলসেচযোগ্য জমি	১৬১০৫৪ হেক্টর
০৪	কৃষি পরিবার সংখ্যা	২,০৯,৫৫৭
০৫	ক্ষুদ্র কৃষক সংখ্যা	৯৯,০৫০
০৬	প্রান্তিক কৃষক সংখ্যা	১,১০,৫০৭
০৭	কৃষিজ শ্রমিক সংখ্যা	৩,৭১,০৩৪
০৮	বর্গাভুক্ত কৃষক সংখ্যা	৩১,৭১৪

০৯	পাট্টা ধারক সংখ্যা	১,৩৪,৭৩০
১০	ভূমিহীন কৃষক সংখ্যা	২,০৮,৫১৪
১১	সরকারী খামারবাড়ি	১,৮৮০

প্রধান শস্য তালিকা—

ক্রমিক	শস্যের নাম	শস্য ক্ষেত্র (হেঃ)	উৎপাদনশীলতা (কেজি/হেঃ)	উৎপাদন (মিঃ)
১	আউস ধান	৩,৮৮৭	১,৫০০	৫৮৩৬
২	আমন ধান	১,৯০,৪৬৯	২,৪২৫	৪,৬১৯,৩৩
৩	বোড়ো ধান	৬৯,৯৮৫	—	২,৪৪৯,৪৮
৪	পাট	২৮,৮৯৮	১,৭৮৪	৫১,৫৫৪
৫	গম	৫২,৫৩২	—	১,০৫০,৬৪
৬	সর্ষা	৫৪,০২০	৯৭৪	৫২,৬১৫
৭	ডাল	৬,৪৫৮	৯৮০	৬,৩২৯
৮	লঙ্কা	৩,৫৬০	৬০০	২,১৩৬
৯	টমেটো	১,৯২৪	—	২৩,৬৮৮
১০	ফুলকপি	২৫,৯৮৮	—	৪০,৬৩২
১১	বাধাকপি	৩,৪৮৮	—	৬৩,৮৩১
১২	বেগুন	৩,২০০	—	১৬,৯৬০
১৩	আদা	৯০৮	—	৩,৬৩২
১৪	হলুদ	১,৫৪৬	—	২,৭৮৬
১৫	আখ	৪৭৭	৬৫,০০০	৩১,০০৫
১৬		৮৭০	৯৯০	৮৬১
১৭	ভুট্টা	৭,১৪৫	—	৫০,০১৫
১৮	তিসি বীজ	২,০৭৩	৭০০	২,৯৬১
১৯	তিল	১,০৯২	৫০০	৫৪৬
২০	আলু	১৫,২৩০	১,৮৩৪	২,৭৯,৩১৮

৭.২ উদ্যান পালন :

এই জেলায় চাষবাস ও উদ্যান বিদ্যায় একটি বিশেষ উৎপাদনশীল ক্ষমতা আছে। এখানকার উদ্যান পালনের উৎপাদনশীল শষ্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলি সরাসরি বা সহযোগীভাবে মানুষের কর্মসংস্থান যোগয়। এই জেলায় প্রধানত চাষ ও উদ্যান পালনের সঙ্গে যুক্ত শষ্যগুলি হল—আনারস, আম, পেয়ারা, নারকেল, লিচু, পান এবং চা। এই জেলায় ৩৪,৫৭২ হেক্টর জমি শাক সব্জি চাষের সঙ্গে যুক্ত এবং বার্ষিক ৩৭৮ লাখ টন শাক সব্জি উৎপন্ন হয়। এখানকার ৯,০৯৬ হেক্টর জমি বিশেষ চাষ করা হয় যেখানে বার্ষিক ৮,৮৫ লাখ মেট্রিকটন শষ্য উৎপন্ন হয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ৭৯৩ হেক্টর জমিতে শষ্য চাষ করা হয়। এখানকার প্রধান শষ্যগুলি হল—নারকেল, পুগ বাদাম, কাজু বাদাম এবং পান।

এখানকার শষ্যগুলি পেকেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে কিছু জলাভূমি পরিবর্তন করে চাষবাস ও উদ্যান বিদ্যার জন্য কাজে লাগনো হয়। এখানে নানা রকম কাঁচামাল সরবরাহ হয় যা গুণমান সম্পন্ন। বর্তমানে এখানে কাঁচামাল তৈরি হয় মালদা এবং ব্যক্তিগত নার্সারী—রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ, যেখানে ১০টি ছোট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নার্সারী নির্মাণ করা হয়েছে বিশেষভাবে আর.এস.ভি.ওয়াই. তত্ত্বাবধানে। এরপর এগুলোকে হস্তান্তর করা হয়েছে কৃষক ক্লাবের হাতে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এগুলির কাজ হয়ে থাকে। কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি, জেলা উদ্যান বিদ্যা অফিসার এটিকে দেখাশুনা করেন।

৭.৩ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন :

উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। যা এই জেলার গরীব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের আয়ের পথকে সুগম করেছে। সংকরায়ন জাতীয় পশু পালন বৃদ্ধি, স্থানীয় প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, গবাদি পশুর চাষ বৃদ্ধি, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, হাট-বাজারে 'প্রাণীবন্ধু' পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের সহযোগিতা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যোগদান ইত্যাদি কারণগুলি এই জেলার প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭.৪ মৎসচাষ :

এই জেলার অনেকটা অংশ জলাভূমি, যেখানে মৎসচাষ করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় জলকে সংরক্ষণ করা হয় এবং সেগুলি উপযোগী করে তোলা হয় চাষবাসের জলসেচ-এর জন্য। সেই সমস্ত জলাভূমিগুলি মৎসচাষের জন্য ব্যবহার হয়। যেখান থেকে গ্রামের গরীব মানুষেরা আয় করে থাকে। এখানে মোট ২৬,২৫০ জন মৎসজীবী সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জন করেন। এন.আর.ই.জি. -এর সহযোগিতায় পুকুর খনন করে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।[২৫]

৭.৫ রেশম চাষ :

এই জেলায় উৎকৃষ্ট রেশম চাষ খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না। ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই জেলাতে রেশম চাষ শুরু হয়।

ক্রমিক	বর্ণনা	পরিমাপ
১	রেশম সংযুক্তি কেন্দ্র	৩
২	টি.এস.সি. সংখ্যা	৫
৩	ঘূর্ণায়মান/প্রশিক্ষণ এবং সরবরাহ কেন্দ্র	১
৪	ব্যবসায়িক রেশম গুটি বাজার	১
৫	মোট তুঁত গাছ চাষ	২০,৩৬৯ একর
৬	উৎপাদনশীল কাটা তুঁত গাছ	৯৬৬ কুইন্টাল
৭	চারা তুঁত গাছ উৎপাদন	১,৩৪,০০০
৮	রেশম গুটি উৎপাদন	১,২৬ কোটি
৯	বাণিজ্যিক গুটি উৎপাদন	৫৭,১১ মেট্রিক টন

৭.৫ সামাজিক বনাঞ্চল :

পশ্চিমবঙ্গের মোট গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় উত্তর দিনাজপুর জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। সুতরাং বনজঙ্গল ০-৫ শতাংশ একক এই অঞ্চলে ৯টি ব্লকে সীমাবদ্ধ।

বনবিভাগের সঙ্গে পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ এক সঙ্গে এই অঞ্চলের সবুজায়নের

দিকে নজর দিয়েছে এবং গ্রামের মানুষদের আশ্বস্থ করেছে। বর্তমানে এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বন জঙ্গল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জেলার মোট ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চলে আবৃত। জেলার তিনটি জায়গাকে ইকো-ট্যুরিজমে উন্নীত করা হয়েছে—কুলিক, সাপনিকলা ও হাপতিয়াগছ। মাটি ও জলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, নতুন বৃক্ষ রোপণ, নতুন চারাগাছ তৈরী ইত্যাদি বাড়ানো হয়েছে।

ক্রমিক	বর্ণনা	পরিমাপ
১	ভৌগোলিক আয়তন	৩,১৪০ বর্গকিমি
২	নথিভুক্ত বনাঞ্চল	৮৯৬ বর্গকিমি
৩	শতকরা ঢাকা বনাঞ্চল	০,২৮ বর্গকিমি
৪	বনাঞ্চল বিহীন	৪৬,৭২১ বর্গকিমি
৫	শাক সব্জি চাষের অঞ্চল	৪৭,৬১৭ বর্গকিমি
৬	শতকরা শাক সব্জি ঢাকা অঞ্চল	১,৫২১ বর্গকিমি
৭	নির্দিষ্ট চারণভূমি	৪১৮ হেক্টর
৮	পরিত্যক্ত অঞ্চল	৯,৫০৭ হেক্টর
৯	অনুমতি প্রাপ্ত চিরাই মিল	৫৫ বর্গকিমি
১০	দাবানলে ক্ষতিগ্রস্থ	৭,৩০,০০০ টন

৮. গ্রামোন্নয়ন :

গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ হল ৬৩৪৭.৯০ লাখ এবং যা প্রস্তাবিত খরচের ১০.৫০ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রধান শ্রমিক, প্রান্তিক শ্রমিক, শ্রমিক নয় এমন জনসংখ্যার হিসাব দেখলেই বোঝা যায় এই জেলায় গ্রামোন্নয়ন বেশ ভালো অবস্থায়। চোপড়া ব্লকে সবচেয়ে কম কৃষি শ্রমিক বাস করেন, মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২২.১১ শতাংশ। গোয়ালপোখর-২ তে সবচেয়ে বেশী কৃষি শ্রমিক বসবাস করেন ৩৫.১০ শতাংশ মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে। ২০০১-২০১১ সালে শতকরা হিসাবে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে এই জেলায়। কেবলমাত্র চোপড়া, হেমতাবাদ এবং কালিয়াগঞ্জ ছাড়া— যেখানে এই শিল্পকে

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। করণদিঘি ব্লকে সবচেয়ে বেশী ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জেলার বর্তমান বাৎসরিক আয় ১৪,০৪৬,২৬ টাকা যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের (২০,৮৯,৫৬৪) তুলনায় কম। কম আয় যুক্ত জেলাগুলি বেশির ভাগ জনগণ নিম্ন দরিদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (বি.পি.এল.)—যা ৪,০৯৮ শতাংশ, যেখানে রাজ্যের গড় হল ৩,৬৩৮ শতাংশ। রায়গঞ্জ ব্লকে সবচেয়ে বেশী নিম্ন দরিদ্র পরিবার (বি.পি.এল) বসবাস করে। এরপর ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে ইসলামপুর, ইটাহার এবং চোপড়া ব্লক।[২৬]

৯. বিজ্ঞান, প্রয়োগবিদ্যা এবং পরিবেশ :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলিকে আই.টি. (তথ্য প্রযুক্তি) মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। যার মাধ্যমে জেলা স্তরে প্রধান অফিসগুলিতে খুব দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব এবং গ্রামোন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

উচ্চ অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে সচেতনতার মাধ্যমে, ছাত্র-ছাত্রীর জীবন থেকে এবং সঠিক নীতির মাধ্যমে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছে।

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবেশকে রক্ষা করা এই জেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই জেলায় গাছপালা ঢাকা অঞ্চল ০,২৮ শতাংশ, মোট ১,০৩,৬২০ বর্গকিমি—যা জাতীয় বনাঞ্চল কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রাকে পূরণ করতে সম্ভবপর হয়েছে।

এই জেলায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মোট ১,২০,২৯৪ লাখ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১,৯৯ শতাংশ।

তথ্যসূত্র :

১. P.C. Roychoudhury, Purnea a District Gazetters, 1963, Government of India, p. 5.

২. Jatindra Chandra Sengupta, West Bengal District Gazetters, West Dinajpur, 1965, Government of West Bengal, p. 7.

৩. District Human Development Report, Uttar Dinajpur, 2010, Development and Planning Dept., Government of India, p. 17.

৪. F.W. Strong, Eastern Bengal District Gazetters, Dinajpur, 1912, The Pioneer Press, Allahabad, p. 64-65.

৫. District Human Development Report, Uttar Dinajpur, 2010, Development and planning Dept., Government of India, p.2.

৬. কল্যাণ রুদ্র, বাংলার নদীকথা, ২০০৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৭২।

৭. District Human Development Report, Uttar Dinajpur, 2010, Development and planning Dept., Government of India, p. 18.

৮. Ibid, p. 22-23

৯. Census of India, 2011, provisional population totals, Ministry of Home Affairs, Governemtn of India, p. 25.

১০. Ibid, p. 30.

১১. District Human Development Report, Uttar Dinajpur, 2010, Development and planning Dept., Government of India, p. 33.

১২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ৫৩।

১৩. Dr. Suniti Kumar Chatterji, Kirata Jana Krti, 1951, Royal Asiatic Society of Bengal, p. 63.

১৪. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃ. ১১০।

১৫. F.G. Strong, Eastern Bengal District Gazetters, Dinajpur, 1920, The

Pioneer Press, Allahabad, p. 22-23.

১৬. Dr. Jadunath Sarkar, The History of Bengal, Muslim Period (1200-1757), Vol II, Chapter VI and VII, 1977, Janaki Prakashan, Patna.

১৭. Jatindra Chandra Sengupta, West Bengal District Gazetters, West Dinajpur, 1965, Government of West Bengal, p. 15.

১৮. ধনঞ্জয় রায়, দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, ২০০৬, কে.পি. বাগচি এণ্ড কোম্পানী, পৃ. ৩৩।

১৯. চিত্তরঞ্জন আচার্য, সত্যরঞ্জন দাস, ধনঞ্জয় রায়, কমলেশ গোস্বামী রাইগঞ্জের ইতিহাস, ১৪১৫, প্রথম প্রকাশ, আফিফ ফুয়াদ, পৃ. ৮৯।

২০. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা, কলকাতা, পৃ. ৫৬।

২১. চিত্তরঞ্জন আচার্য, সত্যরঞ্জন দাস, ধনঞ্জয় রায়, কমলেশ গোস্বামী - রাইগঞ্জের ইতিহাস, ১৪১৫, প্রথম প্রকাশ, আফিফ ফুয়াদ, পৃ. ১৭৮-১৮১।

২২. ড. গিরিজাশংকর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ, কলকাতা, পৃ. ৯১।

২৩. District Statistical Handbook, 2010, West Dinajpur, Government of West Bengal.

২৪. District Human Development Report, Uttar Dinajpur, 2010, Development and planning dept., Government of West Bengal, p. 157-162.

২৫. Ibid, p. 184-192.

২৬. Ibid, p. 354-358.